শিগগিরই কি বিয়ে করবেন সালমান, ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট কারিনার

ইনস্টাগ্রামে এই ছবি পোস্ট করে সালমান খানকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কারিনা কাপুর।

সালমান খানের কাছে দেশের মানুষের যেন একটাই প্রশ্ন-‘কবে বিয়ে করবেন ভাইজান?’ উত্তর না পেলেও আশাহত হন না ভাই-প্রেমীরা। এই প্রশ্ন উঠতেই থাকে ক্রমাগত। রবিবার তার জন্মদিনে ফের উসকে দেওয়া হল সেই চিরাচরিত প্রশ্নটি।

তবে এবার প্রশ্ন নয়, বাক্য। তার থেকেও বড় কথা, প্রসঙ্গ তুললেন খোদ বলি পাড়ার প্রথম সারির নায়িকা। সালমানেরই এক সহ-অভিনেত্রী কারিনা কাপুর।

সালমানের ৫৫তম জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কারিনা কাপুর খান। দুজনের একসঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করেছেন ইনস্টাগ্রামে। ক্যাপশনে লেখা, ‘শুভ জন্মদিন সালমান। আশা করছি, খুব তাড়াতাড়িই বিয়ে করবে তুমি’। পাশে কয়েকটি ইমোজি।

তবে কি বলি পাড়ার কোনো গোপন কথার আভাস পাওয়া গেল, যা এখনো মেকআপ ভ্যানের বাইরে আসার কথা নয়! নাকি নিছকই মশকরা করলেন করিনা?

যেহেতু সালমানের বিয়ে নিয়ে মানুষ এত ব্যস্ত, সেই ব্যস্ততার আগুনেই আরেকটু ঘি ঢেলে দিলেন অভিনেত্রী! তবে উত্তরের জন্য একমাত্র সময়ের উপরেই ভরসা করতে হবে।

সূত্র : আনন্দবাজার

সালমানের ৫৫তম জন্মদিন আজ,

বাড়ির সামনে নোটিশে যা বললেন তিনি

আজ ২৭ ডিসেম্বর, বলিউড সুপার স্টার সালমান খানের জন্মদিন। তার অনুরাগীদের কাছে প্রতি বছর এই তারিখটা কোনো মহোৎসবের চেয়ে কম নয়। ভাইজানের জন্মদিন বলে কথা! ভোরের আলো ফুটতেই বান্দ্রার গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টের সামনে হাজার হাজার ভক্তের ঢল। আবদার একটাই। বিশেষ দিনটিতে সকলে একটি বার শুধু চোখের দেখা দেখতে চান সালমানকে।

কিন্তু এ বছর সম্ভবত এই চেনা ছবি দেখা যাবে না সুপারস্টারের জন্মদিনে। বাকি সব কিছুর মতো করোনা মহামারি কোপ বসিয়েছে অভিনেতার ৫৫তম জন্মদিনের আনন্দেও।

গ্যালাক্সির বাইরে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে একটি নোটিশ। যার মূল বক্তব্য, এ বছর জন্মদিনে সালমান বাড়িতে থাকবেন না। ভক্তদের সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে বাড়ির সামনে ভিড় না জমানোর অনুরোধ করা হয়েছে নোটিশে।

সেখানে লেখা, ‘এত বছর ধরে আমার জন্মদিনে ভক্তদের কাছ থেকে যে ভালোবাসা এবং স্নেহ পেয়েছি, তা সত্যিই অতুলনীয়। কিন্তু আমার একান্ত অনুরোধ, করোনা মহামারি এবং সামাজিক দূরত্বের কথা মাথায় রেখে এ বছর আমার বাড়ির সামনে ভিড় করবেন না। মাস্ক পড়ুন। স্যানিটাইজ করুন। এখন আমি গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টে নেই। সকলকে অনেক ভালোবাসা।’

নৃত্যশিল্পী জিনাত বরকতুল্লাহ আইসিইউতে

নৃত্যশিল্পী ও অভিনেত্রী জিনাত বরকতুল্লাহ গুরুতর অসুস্থ হয়ে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

শনিবার রাতে বাংলাদেশ নৃত্যশিল্পী সংস্থার সভাপতি মিনু হক গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তার মেয়ে অভিনেত্রী বিজরী বরকতুল্লাহর বরাত দিয়ে মিনু হক বলেন, জিনাত গত ২২ ডিসেম্বর থেকে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাকে আইসিইউতে নেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ৩ আগস্ট জিনাত বরকতুল্লাহর স্বামী নৃত্যশিল্পী মোহাম্মদ বরকত উল্লাহ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তখন জিনাত করোনাভাইরাস সংক্রমিত হলেও তিনি এখন এই ভাইরাসে আক্রান্ত নন বলে জানান মিনু হক।

করোনায় আক্রান্ত অভিনেতা আবীর

পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় অভিনেতা আবীর চট্টোপাধ্যায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। রবিবার রাত পৌনে ৮টার দিকে নিজের অফিসিয়াল টুইটারে এ তথ্য জানিয়ে টুইট করেন।

টুইট বার্তায় আবীর বলেন, আবারও প্রমাণ হলো এই জীবনে কিছুই নিশ্চিত নয়। সব রকম সাবধনতা নিয়েও কোভিড আক্রান্ত হয়েছি। আমি শারীরিকভাবে ফিট। তবে ঘ্রাণশক্তি পুরোপুরি চলে গিয়েছে। আপাতত বাড়িতেই আইসোলেশনে রয়েছি। আর পরিবারের সদস্যরাও অনতিবিলম্বে করোনা পরীক্ষা করাব।

টুইট বার্তায় তিনি আরও বলেন, ‘আমার প্রযোজনা সংস্থা সব রকম সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়েছিল। এ ব্যাপারে আমি নিজেও আমার প্রোডাকশন টিমের সঙ্গে যথেষ্ট সতর্ক হয়েই কাজ করেছি। কিন্তু, তারপরও সংক্রমিত হলাম’।
অভিনেতা আবীর শুটিং করছিলেন একটি চ্যানেলের গানের রিয়্যালিটি শো-এ। গত বৃহস্পতিবার উইন্ডোজ প্রোডাকশন হাউজের একটি বিজ্ঞাপনেরও শুটিং করেছিলেন অভিনেতা।

আনন্দবাজার পত্রিকার খবরে বলা হয়, করোনাভাইরাসের পর আবীর খুবই সচেতন ও সতর্ক ছিলেন। স্টিল ছবির শুটিংয়ের বারবার হাত স্যানিটাইজ

করেছেন এ অভিনেতা। এমনকি তার শট দেওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি মুখ থেকে মাস্ক খুলেননি। সহকারীকেও স্বাস্থ্যবিধি মানার জন্য ব্যাপক কড়াকড়ি ছিলেন তিনি। এতটা সাবধান হওয়ার পরও করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ায় হতাশার সুর স্পষ্ট আবীরের।

নতুন ভূমিকায় কারিনা

জন্মের পর মুহূর্ত থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ফলোয়ার তৈরি হয়ে গিয়েছিল। আর দিনে-দিনে তা আরও বেড়েছে। কথা হচ্ছে খুদে সেলেব তৈমুর আলি খানের। তারই চার বছরের জন্মদিনে দারুণ সুখবর দিলেন মা কারিনা কাপুর। জানালেন, প্রথমবার নিজের অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার কাহিনি তিনি ফুটিয়ে তুলবেন একটি বইয়ে। এটাই তার জীবনের প্রথম বই।

চার বছর আগে প্রথমবার মা হওয়ার স্বাদ পেয়েছিলেন নবাবপত্নী। তৈমুরের মা হওয়ার আনন্দ ও অভিজ্ঞতা অনেক সাক্ষাতকারেই জানিয়েছেন বলি ডিভা। চলতি বছর ফের অন্তঃসত্ত্বা হন তিনি। গত আগস্ট মাসে সোশ্যাল মিডিয়ায় অনুরাগীদের নিজেরাই সুখবরটি দেন সাইফ ও করিনা।

আগামী বছরেই দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দেবেন কারিনা। আর তার আগেই জানালেন, ‘করিনা কাপুর খান’স প্রেগন্যান্সি বাইবেল’ বইটিতে অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার ভাল-মন্দ, আনন্দ-কষ্ট, মুড সুইং-সহ সবদিকগুলো তুলে ধরবেন তিনি।

নিজের প্রথম বইয়ের কথা ঘোষণা করে অভিনেত্রী লেখেন, ‘আমার বই করিনা কাপুর খান’স প্রেগন্যান্সি বাইবেল-এর কথা ঘোষণা করার আজই আদর্শ দিন। যারা মা হতে চলেছেন, এই বই তাদের জন্যই। সকাল থেকে রাত-গর্ভবতী অবস্থার আমার সব ঘটনা থাকবে এখানে।’

সেই সঙ্গে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ফিট থাকার উপায় আর সুস্থ থাকার ডায়েট চার্টও শেয়ার করবেন কারিনা।

তৈমুরের জন্মদিনে অনুরাগীদের সারপ্রাইজ দেওয়ার পাশাপাশি ছেলের জন্যও একটি মজার তবে আবেগঘন খোলা চিঠি লেখেন কারিনা।

ভারতের এ্ই অভিনেত্রী লেখেন, নানা সময় নানারকমের কাজে মন দেয়

তৈমুর। এখন যেমন সে গরুকে খাওয়াতে ব্যস্ত। কারিনা শুধু চান, যে স্বপ্নের পেছনেই ছুটুক তৈমুর, তা যেন সে মাথা উঁচু করে পূরণ করতে পারে। আর যা-ই করুক, মুখের হাসিটা যেন অটুট থাকে।

সূত্র : সংবাদ প্রতিদিন

‘দিবা’ রূপে হাজির পরীমণি

পরীমণি অভিনীত ‘বিশ্বসুন্দরী’ চলছে প্রেক্ষাগৃহে। এরমধ্যে জনপ্রিয় নির্মাতা তৌকীর আহমেদ পরিচালিত ‘স্ফুলিঙ্গ’ সিনেমার শুটিং শুরু করেছেন পরীমনি। গতকাল শনিবার (১৯ ডিসেম্বর) হয়েছে তৃতীয় দিনের শুটিং। শুটিংয়ের ফাঁকে নিজের ফেসুবকে ছবিও শেয়ার করেছেন এ লাস্যময়ী নায়িকা।

‘স্ফুলিঙ্গ’ সিনেমায় ‘দিবা’ চরিত্রে দেখা যাবে পরীমনিকে। ১৭ ডিসেম্বর থেকে চিত্রায়ণে অংশ নিয়েছেন তিনি। নিজের ডিজাইন করা পোশাক পরে এ সিনেমায় অভিনয় করছেন পরীমনি।

একটি ব্যান্ড দলকে ঘিরে তৈরি হয়েছে নতুন সিনেমার গল্প। গল্পে তারুণ্যের উদ্দাম দেখা যাবে। পরিচালক তৌকীর আহমেদ জানান, তারুণ্যের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও চেতনার একটি মেলবন্ধন পাওয়া যাবে এ সিনেমায়।

ছবির মহরতে পরীমনি জানিয়েছেন, বর্তমান ও অতীত চরিত্রে তাকে দেখতে পাওয়া যাবে।

স্বপ্নের বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের ব্যানারে নির্মিত হচ্ছে সিনেমাটি। টানা চিত্রায়ণ শেষে আসছে মার্চে ‘স্ফুলিঙ্গ’ মুক্তি দেওয়ার পরিকল্পনা টিমের।

দ্বিতীয় বিয়ের জন্য পাত্রী খুঁজছেন সিদ্দিক

অভিনেতা সিদ্দিকুর রহমান সিদ্দিক আবারও নতুন সংসার গড়ার স্বপ্ন দেখছেন। সেজন্য পারিবারিকভাবে পাত্রী খুঁজছেন তিনি। বিষয়টি জানিয়েছেন জনপ্রিয় এই অভিনেতা।

সিদ্দিকুর রহমান বলেন, আগের ধাক্কাটার রেশ এখনো রয়ে গেছে, কিন্তু জীবন তো আর থেমে থাকে না। পরিবার আমাকে নিয়ে খুব চিন্তিত। আগে নিজের ইচ্ছায় বিয়ে করে একটা কঠিন সময়ের মুখোমুখি হতে হয়েছে। তাই এবার আর ঝুঁকি নিতে চাই না। আমার পরিবারই বিয়ের বিষয়টি দেখছে। পাত্রী খোঁজা হচ্ছে। মনের মত পাত্রী পেলে বিয়ে করে ফেলবো।

সিদ্দিক বলেন, পাত্রী হিসেবে একেবারে সাংসারিক একটা মেয়ে চাই। যে আমার যত্ন করবেন, আমার পরিবারের খেয়াল রাখবেন। আমি পুনরায় ধাক্কা খেতে চাই না।

২০১২ সালের ২৪ মে ভালোবেসে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত স্পেনের নাগরিক মারিয়া মিমকে বিয়ে করেছিলেন সিদ্দিক। কিন্তু তাদের সংসার বেশিদিন টেকেনি। ২০১৯ সালের অক্টোবরে সিদ্দিকুরের সঙ্গে মারিয়ার বিচ্ছেদ হয়। এরপর থেকে এই তরুণীকে মডেলিংয়ে নিয়মিত হতে দেখা যায়। তাদের সংসারে রয়েছে ৭ বছর বয়সী ছেলে আরশ রহমান।

এদিকে, সম্প্রতি অনুমতি ছাড়া ছেলে আরশের খতনা করায় অভিনেতা সিদ্দিকুর রহমানের বিরুদ্ধে গুলশান থানায় সাধারণ ডায়েরি করেছেন তার সাবেক স্ত্রী।

এ প্রসঙ্গে সিদ্দিক বলেন, ছেলে বড় হচ্ছে। তাই বাবা হিসেবে আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। খতনা করা আমাদের ইসলাম ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত। আমি সেই সুন্নত পালন করেছি।

ছেলের খতনা উপলক্ষে বড় অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছেন সিদ্দিক। ১৮ তারিখ তার গ্রামের বাড়িতে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া রাজধানীতেও ছেলের খতনার অনুষ্ঠান।

সূত্র: বাংলানিউজ

সন্তানের জন্মের আগে প্রকাশ্যে আসবেন স্বামী, জানালেন রাখি

বিগ বস ১৪-এর ঘরে হাজির হয়েছেন রাখি সাওয়ান্ত। বসের ঘরে হাজির হয়ে এবার নিজের জীবন নিয়ে মুখ খুললেন রাখি। অভিনেত্রী বলেন, তার বিয়ে হয়ে গেছে কিন্তু মানুষ অন্যরকম ভাবছেন। অনেকে ভাবছেন, তিনি মিথ্যা বলছেন।

পরিচিতির জন্য তিনি এমন বলছেন বলে অনেকে মনে করছেন কিন্তু বিষয়টি এমন নয়। তার সত্যিই বিয়ে হয়ে গেছে। সন্তানের জন্মের আগে, তার স্বামী প্রকাশ্যে আসবেন। নিজের পরিচয় সবার সামনে তুলে ধরবেন বলেও জানান রাখি। তার বিয়ে এবং সম্পর্ক যে মিথ্যে নয়, সে বিষয়ে জোর গলায় দাবি করেন রাখি সাওয়ান্ত।

সম্প্রতি বেশ কয়েকটি বিস্ফোরক মন্তব্য করেন রাখি। তিনি বলেন, এই মুহূর্তে তার অর্থের প্রয়োজন। তার অর্থ, সম্পত্তি যার কাছে ছিল, তিনি আর নেই।

ফলে তার অর্থ, সম্পত্তি সব লোপাট হয়ে গেছে। তার কাছে থেকে অর্থ, সম্পত্তি নেওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হয়। ফলে তিনি আর সেই সবকিছু ফেরৎ পাবেন না বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন টেলিভিশনের ড্রামা কুইন।

অর্থের সঙ্কটে পড়ে এই মুহূর্তে তার উপার্জনের প্রয়োজন। ফলে তিনি উপার্জন করার চেষ্টা করছেন বলে স্পষ্ট জানান রাখি সাওয়ান্ত।

সম্প্রতি মুমম্বাইয়ের একটি পাঁচতারা হোটেলে বসে রাখি সাওয়ান্তের বিয়ের আসর। যেখানে কনের বেশে হাজির হন রাখি। বিয়ের সময় রাখি কখনও সাদা রঙের গাউন পরে হাজির হন, আবার কখনও হাতে চূড়া পরে ভারতীয় সাজে হাজির হন। রাখি বিয়ের কনে হিসেবে হাজির হলেও, কার সঙ্গে তার বিয়ে হল, সে বিষয়ে কোনও আভাস দেননি।

[redacted]

[redacted]

আমার বয়স ২৩-এর ঘরে ফিক্সড করলাম: ন্যান্সি

আজ ১৩ ডিসেম্বর, সংগীতশিল্পী নাজমুন মুনিরা ন্যান্সির জন্মদিন। ১৯৮৭ সালের আজকের এ দিনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জন্মদিন উপলক্ষে শনিবার দিবাগত রাত ১২টা ১ মিনিটে নিজ বাসায় প্রথম কেক কাটেন তিনি। সঙ্গে ছিল তার দুই কন্যা।

এই কেক কাটার ছবি ফেসবুকে শেয়ার করে লম্বা স্ট্যাটাস দিয়েছেন ন্যান্সি। এতে তিনি তার বয়স নিয়ে বলেছেন। তিনি বলেন, ’আমার বয়স ৩২ এর বদলে দাঁড়ালো ২৩ এর ঘরে। কিন্তু তিনি এ কথা কেন বলেছেন? তার লম্বা স্ট্যাটাসেই সেই উত্তর আছে।

ন্যান্সির পুরো স্ট্যাটাসটি নিচে তুলে ধরা হলো-

চলতি বছরের মার্চ মাসের শুরুতে কিছু পুরোনো জনপ্রিয় গান পুনরায় রেকর্ড করার বিষয়ে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান অনুপম মিউজিকের কর্ণধার আনোয়ার ভাইয়ের সাথে আমার প্রথম পরিচয়। ভদ্রলোক সদা হাস্যোজ্জ্বল এবং ভীষণ রকমের প্রাণখোলা মানুষ। উনার মিশুক স্বভাব, সেইসাথে কাজের সূত্রে আমার সাথে উনার একটা সখ্যতা তৈরি হয়।

একদিন আলাপ করতে করতে উনি বলে বসলেন, আপনার মেয়ে রোদেলা তো মাশাআল্লাহ বেশ বড় হয়ে গেছে। আপনার হাতে সময় আছে মাত্র দু বছর, এর মধ্যে যা ভালো ভালো কাজ করার করে নিন। আমি বললাম, দু বছর সময় আছে মানে? আনোয়ার ভাই বললেন, দু বছর পরে আপনার গানের চাইতে রোদেলার গানই মানুষ বেশি শুনতে চাইবে। আমি কিন্তু মনে মনে বেশ খুশিই হলাম। সন্তানের উত্থান কোন বাবা মায়ের ভালো না লাগে!

এরপর থেকে আনোয়ার ভাইয়ের সাথে কথা হলেই উনি কথা প্রসঙ্গে বলেন, আপা আপনার হাতে সময় কিন্তু মাত্র দু বছর। বরাবরের মতো আমি শুনে হাসি।

বয়স বাড়ছে তা নিয়ে আমি কখনোই চিন্তিত ছিলাম না। সময়ের সাথে বয়স বাড়বে সেটাই তো প্রকৃতির নিয়ম। কাকতালীয় ব্যাপার হচ্ছে, হঠাৎ করে আমি খেয়াল করলাম রোদেলার জন্য বেশিরভাগ মানুষ আমায় আন্টি ডাকে। আমি কৌতূহলবশত আনোয়ার ভাইয়ের কাছে জানতে চাইলাম, আপনি কি

দু বছর সময়ের কথা বললেন, আমার বয়স বেড়ে যাচ্ছে বলে? উনি বললেন, সেটাও একটা কারণ! এই প্রথম আমি বয়স বেড়ে যাওয়া নিয়ে চিন্তিত হলাম।

আনোয়ার ভাইয়ের ব্যাপারে আরেকটি কথা বলা হয়নি। সেটা হলো পঞ্চাশোর্ধ্ব মানুষটি এখনও নিজেকে মানসিক ও শারীরিকভাবে চল্লিশের ঘরে আটকে রেখেছেন! আমি নিজেই নিজেকে বোঝালাম, আনোয়ার ভাইয়ের মতো শারীরিকভাবে না হলেও মানসিক দিক দিয়ে আমি এখনও নিজেকে তরুণীই মনে করি। তাই ভাবলাম এ বছর বয়সের সংখ্যাটাকে ওলোটপালোট করে দেই। তাতে করে আমার বয়স বত্রিশের বদলে দাঁড়ালো তেইশের ঘরে।

এদিকে আমার প্ল্যান অগ্রিম জানতে পেরে আমার বন্ধু আমাকে সতর্ক করে দিয়ে বলল, এ বছর সংখ্যা আগ-পিছ করেছো কিন্ত সামনের বছর থেকে আর এমন টা করতে যেও না। আমি না বুঝেই খানিকটা মন খারাপ করলাম। বেচারা বুঝতে পেরে আমায় কাগজে কলমে সরল অংকটা করে দেখিয়ে দিল।

৩৩-৩৩ সামনের বছর সংখ্যা উল্টে দিলেও ফলাফল একই থাকছে অর্থাৎ বয়স না কমলেও অন্তত বাড়ছে না। বিপত্তি ঘটছে পরের বছর থেকে। ৩৪-৪৩, ৩৫-৫৩, ৩৬-৬৩, ৩৭-৭৩, ৩৮-৮৩, ৩৯-৯৩… মানে হলো সংখ্যা উল্টালে প্রতি বছর আমার ১০ বছর করে বয়স বাড়বে! কি ভয়ংকর! আবার বয়স চল্লিশ হলে সেটা উল্টে দিলে বয়স হবে চার..! বিষয়টা বাড়াবাড়ি হয়ে যায়।

তাই ঠিক করলাম, যদি আগামী আট বছর বেঁচে থাকি তাহলে আমার বয়স ২৩ এর ঘরে ফিক্সড করলাম, বাড়াবোও না কমাবোও না। এক দেশ, এক জবান।

বি: দ্র:- চল্লিশের পরে বয়স কততে আটকাবো সেটা নিয়ে আপাতত ভাবছি না, পরেরটা পরে দেখা যাবে।